পবিত্র কোরআনের ভ্রূণ সংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনা করে কানাডিয়ান নাস্তিক ডাক্তারের ইসলাম গ্রহণ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছেঃ পবিত্র কোরআনের ভ্রূণ সংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনা করে কানাডিয়ান নাস্তিক ডাক্তারের ইসলাম গ্রহণ

একজন কানাডিয়ান নাস্তিক ডাক্তার কোরআনের একটি আয়াত দেখে চমকে উঠলেন। তিনি তার গবেষণার সময়ই আল কোরআনের একটি মোজেজা দেখতে পেলেন। যার ফলে পরবর্তিতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এ বিখ্যাত ডাক্তার কে ছিলেন? আর কুরআনের সেই মোজেজা কি ছিল? সব কিছু এই ভিডিও থেকে জানা যাবে।

ডক্টর কিথমুর একজন ডাক্তার ছিলেন। যার বই না পড়ে কোন ডাক্তার ডাক্তারই হতে পারে না। ভাবনার বিষয় এই যে, ইসলামে এমন কি বিষয় রয়েছে যে এমন একজন নাস্তিক বিজ্ঞানীও ইসলামের সামনে নিজের পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য হলেন। এখানে ইসলামের বিষয়ে কথা বলা সাধারণ মানুষদের ব্যপারে

বলছিনা কেননা এমন সাধারণ মানুষদের সংখ্যা এত বেশী যে, তাদের বিষয়ে বিস্তারিত বলতে গেলে অনেক খন্ডের বিশাল কিতাব লিখেও শেষ করা যাবে না। তা ছাড়া এ সকল সাধারণ অমুসলিমরা নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে সেটা তাদের আবেগী সিদ্ধান্ত হতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা সাধারণত কোন ধর্ম বা অতি প্রাকৃতিক শক্তিকে বিশ্বাস করে না।

তাই বিজ্ঞানীরা সাধারণত এমন কোন সিদ্ধান্ত আবেগের বশবর্তী হয়ে এবং অলৌকিক ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ না করে কখনোই কোন ধর্ম বিশ্বাস করে না। যখন কোরআনের বিভিন্ন আয়াত এবং বিভিন্ন সহী হাদীসের মাতৃগর্ভে মানব শিশুর অবস্থান এবং আকৃতি সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে সেগুলো ইংরেজীতে অনুবাদ করে ডাক্তার কিথমুরের সামনে পেশ করা হয়। তখন তা দেখার পর ডাক্তার কিথমুর মানব ভ্রুণ সম্পর্কে কুরআন এবং হাদীসের বর্ণনার অলৌকিক মিল খুঁজে পান। যা তাকে অত্যন্ত পেরেশান করে দেয়। ডক্টর কিথমুর টরেন্টো ইউনিভার্সিটির ডিপার্ট্মেন্ট অব এন এটমির প্রধান অর্থাৎ ভ্রুণতত্ববিদ্যার প্রফেসর ছিলেন। যখন কুরআন এবং হাদীসে মানবভ্রূণ সম্পর্কে

বর্ণিত তথ্যসমূহ ডাক্তার কিথমূরের সামনে পেশ করা হয় তখন ডাক্তার কিথমূর বলেন, কুরআন এবং হাদীসে বর্ণিত ভ্রূণতত্ববিদ্যা সম্পর্কে যাবতীয় বর্ণনা ভ্রূণ সম্পর্কে সর্বাধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যায় এবং এ সকল বর্ণনার মধ্যে কোন ধরণের ভূলত্রুটি খুঁজে পাওয়া যায় না। কুরআনের যে আয়াতটি পাঠ করার পর নাস্তিক ডাক্তার কিথ

মূরের মধ্যে অভাবনীয় পরিবর্তন আসে সেটি হচ্ছে সুরা আ'লাকের প্রথম দু'টি আয়াত। যেখানে বলা হয়েছে

পড় তোমার প্রভুর নামে اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1)

যিনি সৃষ্টি করেছেন।

যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2)

জমাটবদ্ধ রক্তপিন্ড থেকে।

এখানে আরবী عَلَقٍ শব্দ দ্বারা মানব সৃষ্টির প্রাথমিক রূপ অর্থাৎ ভ্রূণ কে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এর আরেকটি অর্থ হাচ্ছে চোখ।

তখন পর্যন্ত ডাক্তার কিথমূর জানতেন না যে মতৃগর্ভে মানুষের ভ্রুণের প্রাথমিক আকৃতি দেখতে অবিকল চোখের মত। পরবর্তিতে ডাক্তার কিথমূর অত্যন্ত শক্তিশালী মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে মাতৃগর্ভে ভ্রুণকে অনেকগুণ বড় করে পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি মাতৃগর্ভে ভ্রুণের আকৃতির সঙ্গে চোখের অস্বাভাবিক মিল দেখতে পেয়ে অত্যন্ত পেরেশান হয়ে পড়েন। পরবর্তিতে তিনি ভ্রুণ সম্পর্কে আরোও অধিক গবেষণা করেন। যা কুরআনে আগে থেকেই বর্ণিত রয়েছে এবং এ সম্পর্কে ডাক্তার কিথমূর এর আগে কিছুই জানতেন না। ১৯৮১ সালে সৌদী আরবের দাম্মাম শহরে একটি মাডিকেল কনফারেন্সে ডাক্তার কিথমূর বলেছিলেন এটি আমার জন্য অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, আমি কুরআনে গর্ভবতী মায়েদের ভ্রুণের অবস্থা সম্পর্কে অনেক তথ্য খুঁজে পেয়েছি যা আমার গবেষণার কাজে অনেক

সহায়তা করেছে। এবং আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি এ সব তথ্য অবশ্যই মহান সৃষ্টিকর্তা হযরত মুহম্মদ(সাঃ)এঁর

নিকট পৌঁছেছেন। কেননা এ সকল তথ্য কুরআন নাযিল এর শতশত বৎসর পর সম্প্রতি আধুনিক বিজ্ঞান গবেষণার মাধ্যমে জানতে পেরেছে। এখন এটা আমাদের কাছে স্পষ্ট যে, এগুলো অবশ্যই সৃষ্টিকর্তার বাণী। এই থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, নিঃসন্দেহে হযরত মুহম্মদ(সাঃ) আল্লাহর রাসুল। ডাক্তার কিথমূর তার বিখ্যাত কিতাব সৃষ্টিতত্ত্বর ৩য় সংস্করণে ভ্রুণের আকৃতি সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন এবং সেখানে তিনি চিত্রের সাহায্যে মানব ভ্রুণ এবং জোঁকের ছবি পাশাপাশি দিয়েছেন। সেই চিত্রের দিকে তাকালে বোঝা মুশকিল যে, কোনটা মানবভ্রুণ আর কোনটা জোঁক। দেখুন, কোরআনে পরকালীন জীবনের প্রমাণ দিতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা কিভাবে মানবভ্রূণ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহতায়ালা বলেন, নিশ্চয় আমি মানুষকে মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর আমি তাকে শুক্রানু এবং ডিম্বানুর আকৃতিতে একটি নিরাপদ আশ্রয়ই অর্থাৎ মাতৃগর্ভে রেখেছি। তারপর তাকে বিনিয়েছি জোঁকের মত ভ্রুণ রূপে। তারপর তাতে হাড়ের কাঠামো সৃষ্টি করেছি। অতঃপর হাড়ের উপর মাংস এবং চামড়া বসিয়েছি। এরপর আমি তাকে একটি নতুন আকৃতি দান করেছি। ডাক্তার কিথমূর বলেন, যদি আমাকে ভ্রূণ সম্পর্কে এ সকল প্রশ্ন আজ থেকে ৩০ বছর আগে করা হতো তাহলে আমি হয়তো এর অর্ধেক জবাবও দিতে পারতাম না। কেননা তখন পর্যন্ত বিজ্ঞান এ পর্যায়ে পৌঁছতে পারেনি। কুরআনে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তা সবকিছু সৃষ্টিকর্তার পক্ষ হতে

নাজিল হয়েছে। যদিও কুরআনের সমস্ত বক্তব্য শতশত বছর পরেও সঠিক বলে প্রমাণিত হচ্ছে।

প্রিয় দর্শক,

আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহতায়ালা আমাদেরকে কুরআনুল কারীমের তেলাওয়াত এবং এর হুকুমের উপর আমল করার তৌফিক দান করুন।

আমীন।

.....